গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নং- ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২৮৪(১)

তারিখঃ ২২ ভাদ্র ১৪২৮
০৬ সেপ্টেম্বর ২০২১

দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন

তারিখঃ ০৬.০৯.২০২১ খ্রিঃ, সময়ঃ দুপুর ২.০০ টা

১। আবহাওয়ার সতর্কবার্তা:

উড়িষ্যা উপকূলের অদুরে উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় বায়ুচাপের তারতম্যের আধিক্য বিরাজ করছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা, উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং সমুদ্র বন্দরসমূহের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে তিন নম্বর (পুনঃ) তিন নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি এসে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।

২। আজ ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিঃ তারিখ সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং সিলেট অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

৩। ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিঃ তারিখ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

সিনপটিক অবস্থাঃ উড়িষ্যা উপকূলের অদুরে উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয়েছে। এটি আরও ঘণীভূত হতে পারে। মৌসুমী বায়ুর অক্ষের বর্ধিতাংশ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, লঘুচাপের কেন্দ্র স্থল এবং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় রয়েছে।

পূর্বাভাসঃ রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেইসাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপমাত্রাঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন): বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্টগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৫.৪	৩৫.৪	৩৬.০	৩৪.৬	৩৫.৮	৩৬.২	৩৫.৬	৩৪.৯
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৪.৮	২৫.০	২৪.৬	২৫.২	২৪.৮	২৫.০	২৫.৮	২৬.৭

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল তেঁতুলিয়া ৩৬.২° সেঃ এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কক্সবাজার ২৪.৬° সেঃ।
(সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা।)

৪। এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস:

- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- গঙ্গা-পদ্মা নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল আছে,যা আগামী ২৪ ঘণ্টায় হ্রাস পেতে পারে।

- দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আপার মেঘনা অববাহিকার প্রধান নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘন্টায় কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, জামালপুর, বগুড়া, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী এবং ফরিদপুর জেলার নিম্নাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে, অপরদিকে মুন্সিগঞ্জ এবং শরীয়তপুর জেলার নিম্নাঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকতে পারে।
- বর্তমানে বাংলাদেশের ১৩টি জেলা বন্যা আক্রান্ত। জেলাগুলো হলঃ কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, পাবনা, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর ও শরীয়তপুর। বর্তমানে ৯টি নদী ১৭টি পয়েন্টে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদীগুলো হলঃ ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, তুরাগ, কালিগঙ্গা, পদ্মা, আত্রাই, ধলেশ্বরী ও মুহুরী।

৪ (ক)। ০৫ আগস্ট, ২০২১ তারিখ থেকে আগামী ১০ দিনের সম্ভাব্য পূর্বাভাস:

- **ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর পানি সমতল হ্রাস অব্যাহত থাকতে পারে। জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ স্টেশন, বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি স্টেশন, সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর ও সিরাজগঞ্জ স্টেশন, টাঙ্গাইল জেলার এলাসিনঘাট স্টেশন এবং মানিকগঞ্জ জেলার আরিচা স্টেশনে পানি সমতল আগামী ৭ দিন হ্রাস পেতে পারে, যার ফলে চলমান এ সকল জেলায় বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হতে পারে।**
- **গঙ্গা-পদ্মা নদীর পানি সমতল আগামী ৫ দিন হ্রাস পেতে পারে। রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ পয়েন্ট, মুন্সীগঞ্জের ভাগ্যকূল এবং মাওয়া পয়েন্টে ও শরীয়তপুর সুরেশ্বর পয়েন্টে পানি সমতল আগামী ৭ দিন স্থিতিশীলভাবে কমতে পারে যার ফলে চলমান বন্যা পরিস্থিতি আগামী ৭ দিনে উন্নতি হতে পারে।**
- **ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের পানি সমতল স্থিতিশীল থাকতে পারে। আগামী ৭ দিনে ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের অববাহিকায় বিপদসীমা অতিক্রমের সম্ভাবনা নেই।**

৪ (খ)। নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত):

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	১০৯	গেজ স্টেশন বন্ধ আছে	০
বৃদ্ধি	৪৬	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০
হ্রাস	৫৯	মোট তথ্য পাওয়া যায়নি	০
অপরিবর্তিত	০৪	**বিপদ সীমার উপরে**	১৭

৪ (গ)। বিপদ সীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশন ২২ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/ ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিঃ সকাল ৯.০০ টার তথ্য অনুযায়ী):

ক্রৎ নং	জেলার নাম	পানি সমতল স্টেশন	নদীর নাম	আজকের পানি সমতল (মিটার)	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	বিপদ সীমা (মিটার)	বিপদ সীমার উপরে (সে.মি.)
১	কুড়িগ্রাম	কুড়িগ্রাম	ধরলা	২৬.৫৮	-৩৬	২৬.৫০	+০৮
২	সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর	যমুনা	১৫.৫৮	-২৭	১৫.২৫	+৩৩
৩	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	যমুনা	১৩.৬৮	-২৪	১৩.৩৫	+৩৩
৪	সিরাজগঞ্জ	বাঘাবাড়ি	আত্রাই	১১.০২	-০৮	১০.৪০	+৬২
৫	টাংগাইল	পোড়াবাড়ি	যমুনা	১১.৯৪	-২০	১১.৯০	+০৪
৬	টাংগাইল	এলাসিন	ধলেশ্বরী	১২.১২	-০৭	১১.৪০	+৭২
৭	বগুড়া	সারিয়াকান্দি	যমুনা	১৬.৯৪	-২৯	১৬.৭০	+২৪
৮	পাবনা	মথুরা	যমুনা	১০.৩৪	-০৯	১০.০৬	+২৮
৯	মানিকগঞ্জ	আরিচা	যমুনা	৯.৬৮	-১০	৯.৪০	+২৮
১০	মানিকগঞ্জ	তারাঘাট	কালিগঙ্গা	৮.৭০	+১১	৮.৪০	+৩০
১১	গাজীপুর	কালিয়াকৈর	তুরাগ	৮.৫৮	+০৩	৮.৪০	+১৮
১২	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	পদ্মা	৯.৩৬	-০৬	৮.৬৫	+৭১
১৩	মুন্সিগঞ্জ	ভাগ্যকূল	পদ্মা	৬.৫৮	+০৩	৬.৩০	+২৮
১৪	মুন্সিগঞ্জ	মাওয়া	পদ্মা	৬.৩৫	+০৩	৬.১০	+২৫
১৫	শরীয়তপুর	সুরেশ্বর	পদ্মা	৪.৯৬	+১৯	৪.৪৫	+৫১
১৬	মাগুরা	কামারখালী	গড়াই	৮.২২	+১৫	৮.২০	+০২
১৭	ফেনী	পরশুরাম	মহুরী	১৪.৩৪	+৩০৪	১৩.০০	+১৩৪

৫। বৃষ্টিপাতের তথ্যঃ

গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত) :

স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)
কুমিল্লা	১১০.০	পরশুরাম	৫৩.০

৫ ঘণ্টায় দেশের উজানে ভারতে ২৪ গত। (ক)উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ:

স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বৃষ্টিপাত (মি.মি.)
গ্যাংটক	৫৪.০	চেরাপুঞ্জি	১৮.০

৬। বন্যা পরিস্থিতিঃ

১) কুড়িগ্রামঃ জেলার ধরলা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে ধরলা নদীর পানি বিপদসীমার ৪৪ সে.মি. উপর দিয়ে এবং ব্রহ্মপুত্র নদীর পানি চিলমারি পয়েন্টে বিদসমীমার ০৮ সে.মি. উপর দিয়ে ও হাতিয়া পয়েন্টে বিদসমীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে জেলার নিম্নাঞ্চলে পানি উঠেছে। রৌমারী ও রাজিবপুর উপজেলায় মোট ১০০টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ থেকে উপজেলাসমূহে পর্যাপ্ত পরিমান ত্রাণ সামগ্রী উপবরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২) বগুড়াঃ জেলায় নদীর পানি হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে যমুনা নদীর পানি সারিয়াকান্দি পয়েন্টে বর্তমানে বিপদসীমার ২৪ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং বাঙ্গালী নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে সৃষ্ট বন্যায় জেলার ৩টি উপজেলার ১৪ ইউনিয়নের ১০১ টি গ্রামের ১৬,৮০০ টি পরিবারের ৬৭,৩০০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়াও ৩৪৯ হেক্টর জমির ফসল এবং ২৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ থেকে বন্যা প্রবণ উপজেলায় ১৭০.০০ মেঃটন ত্রাণ কার্য (চাল), ২,০০,০০০/- টাকা ও ১,০০০ প্যাকেট শুকনা খাবার উপ-বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

৩) জামালপুরঃ বর্তমানে যমুনা এবং ব্রহ্মপুত্র নদের পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢল এবং অতিবর্ষণে নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে জামালপুর জেলার ৬টি উপজেলার (ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ, সরিষাবাড়ী, মাদারগঞ্জ ও বকশীগঞ্জ) নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। এর ফলে জেলার ৬টি উপজেলার ৩৯ ইউনিয়নের ১৬৯ টি গ্রামের ২২,৯৩৪ টি পরিবারের ৯৮,৯০৯ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়াও ৭৪১০ হেক্টর জমির ফসল পানিতে নিমজ্জিত, ১৭.২৫০ কি.মি. কাঁচা রাস্তা ও ০.৮ কি.মি. পাকা রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলায় ৪টি আশ্রয়কেন্দ্রে ১৯২টি পরিবারের ৭৭৫ জন লোক আশ্রয় গ্রহণ করেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে ৯০ মেঃটন ত্রাণ কার্য (চাল), ১২,৫০,০০০/- টাকা এবং ১০০০ প্যাকেট শুকনা খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

৪) টাংগাইলঃ উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢল ও অতিবর্ষণে নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে টাংগাইল জেলার কালিহাতি, টাংগাইল সদর ও নাগপুর উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। পানি হ্রাস অব্যাহত আছে। কালিহাতি উপজেলার যমুনা নদীর ভাংগনে এ পর্যন্ত ২১২টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারে মধ্যে জিআর ক্যাশ হিসেবে ১০,৬০,০০০/- টাকা বিতরণ করা হয়েছে। টাংগাইলে ধলেশ্বরী নদীর পানি বর্তমানে বিপদসীমার ৭২ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

৫) রাজবাড়ীঃ পদ্মা নদীর পানি গোয়ালন্দ পয়েন্টে বর্তমানে বিপদসীমার ৭১ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত বরাদ্দ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে শুকনা খাবার (১০ কেজি চাল, ২ কেজি ডাল, ১ লিটার তৈল) প্রদান করা হয়েছে।

৬) শরীয়তপুরঃ জেলার সুরেশ্বর পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি বর্তমানে বিপদসীমার ৫১ সে.মি. উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানির স্রোতে পদ্মা নদীর ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। ভাঙ্গনের তীব্রতার কারণে জাজিরা উপজেলার কুন্ডেরচর ইউনিয়ন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইতোমধ্যে জাজিরা ইউনিয়নের ০৬টি, পালেরচর ইউনিয়নে ০৯টি, কুন্ডেরচর ইউনিয়নে ১৫৬টি, পূর্বনাওডোবা ইউনিয়নে ০৯টি, বড়কান্দি ইউনিয়নে ১২টিসহ সর্বমোট ১৯২টি পরিবার নদী গর্ভে সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে গেছে। পদ্মা নদীর পানি কমার সময় ভাঙ্গনের তীব্রতা আরো বাড়তে পারে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মানবিক সহায়তা হিসেবে নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত জাজিরা ইউনিয়নের ০৬টি, পালেরচর ইউনিয়নে ০৯টি, কুন্ডেরচর ইউনিয়নে ১৪টি, পূর্বনাওডোবা ইউনিয়নে ০৯টি, বড়কান্দি ইউনিয়নে ১২টি সহ ৫০টি পরিবারকে পরিবার প্রতি ৫,০০০/- টাকা হরে মোট ২,৫০,০০০/- টাকা ত্রাণ কার্য (নগদ) ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে প্রাপ্ত খাদ্য সামগ্রী ০১ প্যাকেট হারে মোট ৫০ প্যাকেট এবং কুন্ডেরচর ইউনিয়নে ১৪২টি পরিবারকে পরিবার প্রতি ২,০০০/- টাকা হারে মোট ২,৮৪,০০০/- টাকা ও পরিবার প্রতি ২০ কেজি হারে মোট ২.৮৪০ মেঃটন ত্রাণ কার্য (চাল) বিতরণ করা হয়েছে।